স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)

ঢাকা সিটি নেইবারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

(Executive Summary)

জুন ২০১৮

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

গত এক দশকে বাংলাদেশে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এলডিসি স্তর থেকে উত্তোরণ এবং আরও উন্নয়ন দেশটির লক্ষ্য হওয়ায় এখানে উল্লেখযোগ্যহারে নগরায়ন বাড়বে। বর্তমানে রাজধানী ঢাকা দেশটির অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র, দেশের জিডিপি-র অন্তত এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন করছে। দেশের অর্ধেকেরও বেশী নগরবাসীর আবাসস্থল মূল ঢাকা নগরী - দু'ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এবং অপর ভাগ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) (১)-এর আওতায় রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অনেক উন্নয়ন উদ্যোগ পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও, ঢাকা মহানগরীকে বিশ্বের (২) ১৪০ টির সর্বনিম্ন বাসযোগ্য শহরের মধ্যে ১৩৭তম হিসেবে তালিকা ভূক্ত করা হয়েছে। অপরিকল্পিত বিস্তারের কারণে বর্তমানে নগরীতে শত শত বস্তি গড়ে উঠেছে, যা মানুষকে দারিদ্রের মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য করছে। উন্নত জীবনের সন্ধানে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ঢাকামুখী হওয়ার ফলে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যাহোক, দীর্ঘস্থায়ী বায়ু দূষণ, মারাত্মক ট্রাফিক জ্যাম, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ততার কারণে নগরীর দরিদ্র অধিবাসীরা শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যে চক্রের মধ্যে চলে যায়।

এই নগরীর সমস্যাগুলোর মধ্যে কিছু সমস্যার সমাধান করতে ঢাকায় একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে বাংলাদেশ সরকার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ (ডবিউবিজি)-এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আবেদনকে শক্তিশালী করতে 'ঢাকা মেট্রোপলিটন ট্রান্সফরমেশন প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করছে। **প্ল্যাটফর্মটি স্বল্প সময়সীমার মধ্যে ঢাকাকে আরো বাসযোগ্য একটি মেগাসিটিতে রূপান্তরিত করার লক্ষে উন্নয়নের একটি রোডম্যাপ অনুযায়ী একটি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক ভাবে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রদর্শনের মাধ্যমে অবদান রাখবে।**

এই কাজে বিশ্বব্যাংক ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এর মাধ্যমে ঢাকা সিটি নেইভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)-এর প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে যাতে প্রাথমিকভাবে দ্রুত নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে উচ্চ-দৃশ্যমানতা সম্পন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে ঢাকা নগরীকে রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রদর্শন করা যায়। নগরীর বাসযোগ্যতা উন্নয়নে জন্য নির্বাচিত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের চাহিদা সম্পর্কে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রকল্পটির ডিজাইন করা হবে।

প্রকল্পের বর্ণনা

দু'টি **কার্যক্রম** নিয়ে প্রকল্পটি গঠিত হয়েছে : (১) এলাকা ভিত্তিক গণপরিসরের উন্নয়ন এবং (২) নগর ব্যবস্থাপনা, **সক্ষমতা বৃদ্ধি** এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা।

১। ঢাকা সিটি করপোরেশন ২০১১ সালে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২। ইকোনোমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিট কৃত র‍্যাঙ্কিং (২০১৭)।

কার্যক্রম ১ : এলাকা ভিত্তিক গণপরিসরের উন্নয়ন

কার্যক্রম ১ এর অধীন দু'টি অংশ রয়েছে : (ক) এলাকা ভিত্তিক গণপরিসরের উন্নয়ন এবং (খ) ট্র্যাফিক সংযোগ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরীক্ষামূলক উন্নয়ন।

এই কার্যক্রমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত বাণিজ্যিক, আবাসিক ও মিশ্র ব্যবহার উপযোগী গণপরিসরগুলোর উন্নয়নে অর্থ প্রদান করা হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, গণপরিসরগুলোর প্রবেশগম্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা, নিরাপত্তা, আকর্ষণ এবং দুর্যোগ ও জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো; প্রধান গন্তব্যস্থলগুলোতে গতিশীলতা ও পথচারীদের প্রবেশের সুবিধা বাড়নো; এবং ট্র্যাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে গণপরিসরগুলোকে বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত শ্রেনিতে ভাগ করা যেতে পারে:

(ক) উন্মুক্ত ও সবুজ চত্বর, যেমন-উদ্যান, খেলার মাঠ, প্লাজা, স্কোয়ার এবং জলাধারসমূহ।

(খ) রাস্তা ও পথচারী সংযোগ, যেমন- সড়ক, এভেনিউ, সাইডওয়াক, ফুটপাত এবং বাইকপাথসমূহ।

(গ) গনভবন ও সুযোগসুবিধা, যেমন- কমিউনিটি সেন্টার, বাজার, লাইব্রেরি এবং যাত্রী পরিবহন টার্মিনালসমূহ।

ডিসিএনইউপি-র প্রকল্পের অধীনে 'এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি' গ্রহণ করা হবে, যার ফলশ্রুতিতে ক্লাস্টারিং প্রভাবের মাধ্যমে একটি এলাকায় সমন্বিত সমাধান বের করা হবে। একই এলাকার বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-গন সুযোগ সুবিধা, জল নিষ্কাশন, রাস্তার আলো, সাইডওয়াক, উদ্যান ইত্যাদির উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। নগরী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা কার্যক্রমের তুলনায় একটি জায়গায় সমন্বিত নেটওয়ার্ক পদ্ধতি আরো অর্থপূর্ণ এবং দৃশ্যমান প্রভাব ফেলবে। এই কার্যক্রম বিদ্যমান কমিউনিটির এলাকার স্থানীয় জনগণকে আরো ভালভাবে অংশগ্রহনের সুযোগও করে দেবে।

এই প্রকল্পের অধীনে সম্ভাব্য উপ-প্রকল্পগুলো হবে ঢাকার আশেপাশের চারটি এলাকায় : (১) কামরাঙ্গীরচর, (২) লালবাগ, (৩) সুত্রাপুর-নয়াবাজার-গুলিস্তান, এবং (৪) খিলগাঁও-মুগদা-বাসাবো। ঢাকা সাউথ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এই এলাকাগুলো নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড এবং বিবেচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ও অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বিত আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়:

- প্রদর্শন যোগ্যতা বা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা (*Demonstration potential or deprivation need*)। ডিএসসিসি মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত উন্নত গণপরিসরগুলোকে উন্নত এবং বাসযোগ্য জনসমাগমস্থল হিসেবে প্রদর্শনের পর্যাপ্ত সম্ভবনা রয়েছে।

(৩) একটি কাঠামোগত নাগরিক তৎপরতার অংশ হিসাবে পরামর্শমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত, ঢাকা-র জন্য জনগণের স্থান বিনিয়োগ এবং অগ্রাধিকারের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে একটি গণপরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সরকারি অংশীজন এবং পেশাদার গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজ কর্মশালায় ডিসিএনইউপি বিনিয়োগের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন সম্ভাব্য এলাকাগুলো সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে, সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করার জন্য ডিএসসিসি ও বিশ্ব ব্যাংক-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং সম্ভাব্য উপ-প্রকল্পগুলোকে সংশোধন করার জন্য সংক্ষিপ্ত তালকাভুক্ত প্রতিটি স্থানে আশেপাশে নাগরিকদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত নাগরিক পর্যায়ে চারটি পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- কমিউনিটি কেন্দ্রিক ঃ কমিউনিট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত এলাকাগুলোতে নিম্ন আয়ের এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নাগরিক ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষ করে নারীসহ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা।

- পরিপূরক ঃ গণপরিসরের উন্নয়ন, গণপরিবহন এবং অন্যান্য পৌর অবকাঠামো বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে পরিপূরক কার্যক্রমের জন্য চলমান বা ভবিষ্যত জিওবি এবং ডব্লিউবিজি'র পদক্ষেপ।

কার্যক্রম ২ : নগর ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা সৃষ্টি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা

এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে, ডিএসসিসি-র নির্বাচিত এলাকাগুলোর মধ্যে নগর পরিসেবা প্রদানের জন্য দক্ষতার উন্নয়ন এবং ১ নং কার্যক্রমের বিনিয়োগ টেকসই করতে সহায়তা করা। এটি ব্যবস্থাপনায়ও বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করবে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত সমন্বয় ব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে পরিচালনা ব্যয়, প্রশিক্ষণ, কারিগরি পরামর্শক, পণ্য এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-র জন্য পরিসেবা সংক্রান্ত ক্রয়; সিভিল কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শ এবং ফলাফল কাঠামো পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণের জন্যেও অর্থায়ন করবে। এই উপাদানটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রস্তুতি, ধারণাগত এবং বিস্তারিত ডিজাইন প্রনয়ণ এবং ফলো-অন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এমএলজিআরডি এন্ড সি) মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)-র কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে।

প্রকল্পের নকসায় পরিবেশগত বিবেচ্য বিষয়

ডিসিএনইউপির অধীনে একটি নির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব কমানোর লক্ষে সুনিদিষ্ট কিছু বিষয় প্রকৌশল ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ডিসিএনইউপির সুযোগ-সুবিধা এবং সম্ভাব্য উপ-প্রকল্পগুলির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের কিছু উদাহরণ এবং এই ধরনের প্রভাব কমাতে সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের নকসা জোরদার এবং কমিউনিটির সর্বোত্তম সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে গৃহীত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সারণি এক : নমুনা উপ-প্রকল্পের প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট নকশায় বিবেচ্য বিষয়ের উদাহরণ

উপ-প্রকল্পের প্রকারভেদ	**পরিবেশগত প্রভাব**	**প্রভাব কমানোর জন্য নকশায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ**
রাস্তা	• রাস্তায় জলাবদ্ধতা • ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট	• সড়ক সঠিকভাবে ঢালু রাখা (পাশাপাশি জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা)। • যেখানে প্রযোজ্য, সড়ক সংস্কারের পূর্বে ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। • যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত সড়কের পাশে পথচারী লেন নির্মাণ।

উপ-প্রকল্পের প্রকারভেদ	পরিবেশগত প্রভাব	প্রভাব কমানোর জন্য নকশায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ
সেতু	• পানিপ্রবাহ, পলিমাটি ও ভাঙনের প্রভাব • ব্রিজের নীচে জলযানের চলাচলে বাধা	• উপযুক্ত হাইড্রোলিক স্টাডিজের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় জল প্রবাহ কাজ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত খোলার রাখার ব্যবস্থা। • জলযানসমূহ চলাচলের জন্য পরিষ্কার ভাবে প্রয়োজনীয় উচ্চতা বজায় রাখা।
কমিউনিটি সেন্টার।	• বৃষ্টিপাতের সময় জলাবদ্ধতা • অপর্যাপ্ত পরিত্যক্ত পানি নিষ্কাশনের কারণে দুষণ। • অগ্নিকাণ্ডজনিত বিপত্তি। • বিদ্যুতের ব্যবহার।	• অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন জন্য ব্যবস্থা; ছাদের উপরের বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা। • সেপ্টিক ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা রাখা; জলের গভীরতার সারণি বিবেচনা করে জলাধারের নকশা তৈরি করা। • জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী অগ্নি নিরাপত্তা জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা (অগ্নি/জরুরী বহির্গমনসহ)। • ভবনের মধ্যে সঠিক বায়ুচলাচল নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত স্থান রাখা। • ভবনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ছাদের ওপর সৌর প্যানেল স্থাপন করা। • ভবনের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা; পুনর্ব্যবহার সুবিধা।
রাস্তার আলো	• কার্বন নির্গমনে অবদান	• কিছু কিছু সড়ক বাতির ওপরে সৌর প্যানেল স্থাপন করে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুতের কিছুটা ব্যবহার নিশ্চিত করা

নিয়ন্ত্রন পর্যালোচনা

প্রস্তাবিত ঢাকা সিটি নেভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি) বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত প্রযোজ্য সব পরিবেশগত আইন এবং প্রবিধানের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের অর্থায়নের প্রস্তাবিত সব প্রকল্প পার্শ্ববর্তী পরিবেশ ও এর অধিবাসীদের উপর কোনরূপ প্রতিকূল প্রভাব রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন নিশ্চিত করবে।

জাতীয় পরিবেশগত এবং অন্যান্য আইন ও বিধিমালা

ঢাকা সিটি নেভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি) যে সব জাতীয় পরিবেশ ও অন্যান্য আইন ও প্রবিধান প্রযোজ্য:

ক. জাতীয় পরিবেশগত নীতি ১৯৯২

খ. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫ (সংশোধন আইন -২০১০)

গ. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭ সংশোধিত ২০০৩

ঘ. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

ঙ. পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

চ. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

ছ. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল (পিপিআর), ২০০৮

জ. বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড

পরিবেশ বন মন্ত্রণালয় ও জলবায়ু পরিবর্তন (এম ও ইএফএন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ) পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশক এবং হেফাজতকারী হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়াও যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকৃতিক সম্পদ যেমন- ভূমি, বায়ু, জল ও বন পরিবেশগতভাবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী পদ্ধতিতে শোষিত বা পরিচালিত না হয় তাও নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ইসিএ '৯৫) এর অধীনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৮৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) গঠিত হয়, এটি মন্ত্রণালয়কে কারিগরি সহায়তায় কাজ করে এবং পরিবেশগত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষণ এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এনভায়রনমেন্ট কনজারভেশন রুলস (১৯৯৭) মহাপরিচালককে পরিবেশগত ছাড়পত্র দানের জন্য বিবেচনার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। ডিজি উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলে একজন আবেদনকারীকে তার চাহিদা অনুযায়ী স্থান/অবস্থানের ছাড়পত্র দিতে পারেন।

এভাবে, বাংলাদেশে সরকারের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও বাস্তবায়ন স্তরে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যার সুরক্ষার জন্য সুস্পষ্ট আইনী/নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) ঢাকা শহরের মধ্যে নগর অবকাঠামো উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেকসই প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তায়নে লক্ষ্যে মূলধারার পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনার কৌশল হিসেবে

ডিএসসিসি এর কর্মী, অন্যান্য অংশীজন, ডিএসসিসি-র কর্মসূচির অধীনে কাজ করার জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারসহ অন্যান্যদের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ডিসিএনইউপি-র ওপর জাতীয় নীতিমালার প্রভাব

এনভায়রনমেন্টাল কনজাভেশন রুলস (ইসিআর) ১৯৯৭ (ডিওই, ১৯৯৭)-এর আলোকে পরিবেশগত সক্রিয় প্রভাব বিবেচনা করে প্রকল্পগুলো চারটি শ্রেনিতে ভাগ করা হয়েছে : (১) সবুজ; (২) কমলা (ক); (৩) কমলা (খ); এবং (৪) লাল। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির প্রকৃতির উপর উপলব্ধ তথ্য বিবেচনা করে ডিসিএনইউপি অধীনে বাস্তবায়নাধীন বেশিরভাগ উপ-প্রকল্পের কমলা (ক) এবং কমলা (খ) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা সম্ভব যে সবুজ শ্রেনির অধীনে কিছু উপাদান থাকবে; এবং তবে সম্ভবত লাল শ্রেণিতে কোনটাই থাকবে না। ইসিআর '৯৭ অনুযায়ী, কমলা (খ) শ্রেনির প্রকল্পের জন্য একটি সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন এবং সাইট ক্লিয়ারেন্স এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হলে একটি আইইই এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এনওসি নিতে হবে। কমলা (ক) শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পগুলির জন্য, সম্ভাব্যতা এবং আইইই প্রতিবেদনটি অপরিহার্য হবে না।

বিএনবিসি, পিপিআর ২০০৮, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুয়ায়ী এর নির্মাণ কাজের সময় শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশিকাগুলির ব্যাখ্যা করা হয়ছে যা ডিসিএনইউপি ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশে বিশেষ করে নির্মাণ পর্যায়ে সঠিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা ঠিকাদারদের দায়িত্ব (ডিএসসিসি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে) হবে।

বিশ্ব ব্যাংক সুরক্ষার নীতিমালা

বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষার নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণ ও তার পরিবেশের অনাকাঙ্খিত ক্ষতি প্রতিরোধ ও প্রশমিত করা। প্রকল্প নকসায় অংশীজনদের অংশগ্রহণের জন্য সুরক্ষা নীতিগুলো একটি প্লাটফর্ম প্রদান করে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানা নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করে।
পরিবেশগত সুরক্ষা জন্য প্রাসঙ্গিক নিম্নলিখিত নীতিমালা রয়েছে:

ওপি / বি.পি. ৪.০১ পরিবেশগত মূল্যায়ন

ওপি / বি.পি. ৪.০৪ প্রাকৃতিক আধিবাসী

ওপি / বি.পি. ৪.০৯ কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা

ওপি / বি পি ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ

ওপি / বিপি ৪.৩৬ বন

ওপি / বিপি ৪.৩৭ ড্যাম সুরক্ষা

ডিসিএনইউপি'র উপর বিশ্ব ব্যাংক সুরক্ষা নীতির প্রভাব

বিশ্ব ব্যাংক অপারেশন পলিসি (ওপি ৪.০১) অনুযায়ী, একটি সুনির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়নের প্রকৃতি কি হবে তা মূলত উপ-প্রকল্পটির ধরণের উপর নির্ভর করে। বিশ্বব্যাংক অপারেশন পলিসি (ওপি) ৪.০১ প্রকল্পটির ধরন, অবস্থান, সংবেদনশীলতা ও স্কেল এবং সম্ভাব্য প্রভাবের প্রকৃতি এবং মাত্রার উপর নির্ভর করে, তিনটি প্রধান বিভাগে (শ্রেণী এ, বি এবং সি) প্রকল্পগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করে। ক্যাটাগরি 'এ' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব থাকবে, ক্যাটাগরি 'বি' এর মধ্যে কম প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব থাকবে (ক্যাটাগরি 'এ' এর তুলনায়) এবং বেশিরভাগ প্রভাব সাইট নির্দিষ্ট এবং কয়েকটি বিপরীতধর্মী হবে এবং ক্যাটাগরি 'সি' কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব থাকবে না। ঢাকা সিটি নেভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)-এর অধীনে উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে বড় আকারের পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ, বর্জ্য পানির ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, প্রধান মহাসড়ক নির্মাণ) অন্তর্ভুক্ত নয়। **উপ-প্রকল্পগুলোতে অনিচ্ছুকদের ভূমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত নয়।** অতএব, প্রস্তাবিত ডিসিএনইউপি প্রকল্পটি বিভাগ বি এবং সেফগার্ড পলিসি ওবি/বিপি ৪.০১ (এনভায়নমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট) এবং ওপ / বি পি ৪.১১ (ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ১৯৯৭, বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকার প্রযোনীয়তা পূরণের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত সুযোগ থেকে এটি প্রত্যাশা করা হয়েছে যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো থেকে অপরিশোধনযোগ্য কোন পরিবেশগত প্রভাব তৈরি হবে না। সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর বেশিরভাগ নির্মাণ পর্যায়েই ঘটবে এবং এইসব প্রভাবের মধ্যে জলজপ্রাণীর মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি, ভূমি ও পানি দূষণ, ছোট গাছপালার ক্ষতি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি পরিচালনা থেকে শব্দদুষণ, বায়ুর গুণমানের পতন, কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রভাবগুলো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নত নকশা কৌশল এবং প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরসন করা যেতে পারে।

যদিও প্রকল্পটির কোন প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করতে পারবে না, তবে কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থান এবং সম্পত্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই ধরণের যে কোন ধরনের আশংকা খতিয়ে দেখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। যদিও, এই বিষয়ে ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ নীতি (ওবি/বিপি ৪.১১) করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ইএমএফ প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক সম্পদগুলোর বাছাই ও মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড প্রদান করে।

আইএফসি নির্দেশিকা নির্দিষ্ট ইএইচএস সংক্রান্ত ইস্যুগুলোতে নির্দেশিকা প্রদান করে যার মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন পরিবেশগত পরিমাপক (চারপাশের বায়ুর মান, জল এবং পরিত্যক্ত জলের মান, শব্দ স্তর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), বিপত্তি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, পেশাগত ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (সম্পাদন এবং নিস্পাদন কাজের সময়) ইত্যাদি। এই নির্দেশাবলী ডিসিএনইউপি-তে সরাসরি প্রযোজ্য হবে।

বিশ্বব্যাংকের অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতিমালা সরাসরি অনুসরণ করা হবে। ডিসিএনইউপি বাস্তবায়নের সত্তা এটি নিশ্চিত করবে যে, সমস্ত পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং ইএমএফ নথি জনসাধারণে কাছে অবাধ করতে এর ওয়েবসাইটগুলোতে প্রকাশ করবে। উপরন্তু, সুনির্দিষ্ট বিষয়ের যাচাই/মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলো নিয়মিতভাবে ডিএসসিসির ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।

সামগ্রিক পরিবেশগত বেসলাইন মূল্যায়ন

ঢাকা সিটি নেভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)-এর জন্য একটি বিস্তারিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) উন্নয়নের লক্ষ্যে, একটি পরিবেশগত বেসলাইনের স্টাডি করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা, যেখানে সব সম্ভাব্য উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বা ভবিষ্যতে কোন ধরণের প্রভাব ফেলবে কিনা তা চিহ্নিত করা হয়। ঢাকা মহানগরীর বেসলাইন অবস্থার মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে ভৌত-রাসায়নিক পরিবেশ, প্রতিবেশগত পরিবেশ এবং জনসংখ্যা। ডিসিএনইউপি-র অধীনে যে কোনো উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সব বেসলাইন শর্ত হবে ঢাকা মহানগরীর শর্তাবলীর প্রতিফলন।

উপরন্তু, খিলগাঁও, সূত্রাপুর এবং কামরঙ্গীরচরসহ সম্ভাব্য কিছু উপ-প্রকল্প এলকায় পরিবেশগত বেসলাইনের শর্তবলী নির্ধারণে প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রাথমিকভাবে স্থানের মূল্যায়নের জন্য চিহ্নিত মানদণ্ডে পানির মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ এবং ভূউপরিস্থ উভয় ধরণের পানি এবং তিনটি স্থানের শব্দমান মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পূর্বে দক্ষিণ ঢাকার বাতাসের গুণমানের বিকাশের বিষয়টিকে বোঝার জন্য ঢাকার পরিবেশগত বায়ুর মান পরিমাপ স্টেশনগুলে থেকে বায়ুর গুণমানের সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরীক্ষামূলক স্থানগুলোতে সামগ্রিক পরিবেশগত অবস্থা

ডিসিএনইউপি-র সম্ভাব্য সাইট এবং উপ প্রকল্পে লক্ষণীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত উদ্বেগের বিষয় ছিল না। বেশিরভাগ পরিবেশগত উদ্বেগ আংশিক, নির্মাণ সম্পর্কিত এবং উপ-প্রকল্পের জন্য সীমাবদ্ধ হবে। সৃষ্ট সম্ভাব্য সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে : ধুলোবালি, শব্দ দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নির্মাণের সময় ট্রাফিক জ্যাম, স্টকপাইল পরিবহন এবং সাইট বর্জ্য । **এই সম্ভাব্য প্রভাবগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সুপারিশকৃত ইএমপি বাস্তবায়ন করা এবং যথাযথ এম এন্ড ই সুবিধা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।** অবশ্যই ইএ পর্যালোচনা করতে হবে এবং ইএমএফ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক।

প্রস্তাবিত স্থানে ক্লাস্টারগুলির পরিবেশগত ভিত্তি সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ নীচে দেয়া:

জলবায়ু : প্রস্তাবিত স্থানের ক্লাস্টারের জলবায়ুর অবস্থা ঢাকা নগরীর মতই গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু যা বছরের বেশিরভাগ সময়ে গরম এবং আর্দ্র।

সড়ক নেটওয়ার্ক: **কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে দেখা যায় সংকীর্ণ সড়ক যোগাযোগ রয়েছে, যেগুলো বর্ষাকালে যথেষ্ট ভারী বর্ষণ হলে বন্যা হতে পারে।** কিছু এলাকায় যোগাযোগের সড়কের অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একই সময়ে উভয় দিক থেকে যানবাহন এবং পথচারী চলাচলের সুবিধা নেই।

বায়ু এবং শব্দ দূষণ : আশেপাশের কয়েকটি ক্লাস্টার পরিদর্শন করে দেখা গেছে এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধুলাবালি রয়েছে, বালিময় খেলার মাঠ এবং বিদ্যমান নির্মাণ স্থানগুলোর প্রকৃতির কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় এলাকায় প্রধানত সংকীর্ণ গলি পথের কারণে ট্রাফিক জ্যাম থেকে এই শব্দ দূষণ হয়।

পানি ব্যবহার : পরামর্শ বৈঠক থেকে এটি পাওয়া যায় যে কিছু কিছু এলাকায় নলকূপ থেকে পানীয় জল পাওয়া যায়। নির্বাচিত কিছু স্থান ছিল নদীর পার্শ্বে, তবে নদীর জল শুধুমাত্র কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে যেমন কামরঙ্গিরচর নদীর তীরবর্তী এলাকার নদী জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ধৌত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। কামরাঙ্গীরচরের নদীর তীরবর্তী এলাকা স্থানীয় এলাকা থেকে ফেলা বর্জ্য দিয়ে ঢাকা। এগুলো নদীর জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদ্যমান দূষণের মাত্র আরো বাড়িয়ে দেয় এবং এগুলো নদী থেকে আসা দুর্গন্ধ সৃষ্টিতেও অবদান রাখে। এই সম্ভাব্য স্থানের ক্লাস্টারগুলোতে অনুষ্ঠিত অংশীজনদের পরামর্শ বৈঠকে জানা যায় যে নদী আর মাছ মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত : পুকুর এবং নদীগুলির পরিদর্শনে দেখা সেখানে মিঠা পানির পরিবেশ উপযোগী ঘণ উদ্ভিদের আচ্ছাদন রয়েছে। যাইহোক, অন্যান্য স্থল বেষ্টিত এলাকাগুলোতে দেখা যায় খেলার মাঠের পরিধির মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন বড় গাছ ছাড়া অন্য গাছ তেমন ঘণ নয়।

প্রস্তাবিত স্থানে কোন উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী আবাসস্থল দেখা যায়নি। এলাকার কিছু স্থানীয় পাখি রয়েছে এবং প্রাণীর মধ্যে রয়েছে যেমন কুকুর, বন বিড়াল এবং তীক্ষ্ণদন্তের প্রাণী, যেমন- ইঁদুর রয়েছে। কোন লোকেশন ক্লাস্টারে মাঠ পরিদর্শনের সময় বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির কোন প্রাণী দেখা পাওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

ভূমি ব্যবহার : প্রস্তাবিত স্থানের ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে ভূমি ব্যবহার এবং বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর শর্ত অনুযায়ী, অধিকাংশ ভূমি ডিএসসিসির মালিকানাধীন এবং তাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে এই প্রকল্পের জন্য বিবেচনাকৃত অধিকাংশ ভূমি আশেপাশের এলাকার শিশুদের খেলার মাঠ, বিদ্যমান কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক, ঝিল, বাজার, পুকুর এবং উদ্যান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অংশীজনদের পরামর্শ

গণঅংশীজনদের পরামর্শ প্রক্রিয়া

ডিসিএনইউপি-র অধীনে উপ-প্রকল্পগুলো ডিএসসিসি কর্তৃক স্থানীয় কমিউনিট এবং নির্ধারিত সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শ করে চিহ্নিত করা হবে। **জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনসাধারণের ওপর প্রভাব ফেলছে এমন সব বিষয়ে মতামত নেওয়া হয়, এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ ও পরিচালনা পর্যায়ে জড়িত রাখা হয়**। পরামর্শের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অংশীদারদের বিশেষ করে উপ-প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের (পিএপি) সময়মতো উপ-প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং অংশীজনদের কাছে তাদের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত ও উদ্বেগ উপ-প্রকল্পগুলির কার্যকরী পরিবেশগত ব্যবস্থার জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে ডিএসসিসি অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে। কাজেই, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অংশীজনদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য পরামর্শ এবং মত প্রকাশ একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

উপ-প্রকল্পগুলির জন্য নির্বাচিত স্থানের ক্লাস্টারগুলোতে অংশীজনদের সঙ্গে কমপক্ষে একটি পরামর্শ সংগঠিত করা হবে, যেখানে তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সব বিষয় তুলে ধরা হবে।

প্রাথমিক পরামর্শ বৈঠকের সারসংক্ষেপ

ডিসিএনইউপি-র ভবিষ্যত স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে এবং **জোরালো** ইএমএফ গড়ে তোলার জন্য চারটি প্রাথমিক পর্যায়ে অংশীজনদের পরামর্শ সভা প্রকল্পের অধীনে সম্ভাব্য উপ প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত অবস্থান ক্লাস্টারগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে : ১. লালবাগ ২. সুত্রাপুর ৩. কামরাঙ্গীরচর ও ৪. খিলগাঁও। যার সবগুলোই দক্ষিণ ঢাকায় অবস্থিত এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভূক্ত। এসব পরামর্শ সভার সময় সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলো প্রকাশ করা হয়। এই কমিউনিটিগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী এই বৈঠকগুলোত অংশগ্রহণকারীরা হলেন এলাকার সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় বাসিন্দা এবং উদ্যোক্তা, যুব ক্লাবের সদস্য, সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলীয় সদস্য, ডাক্তার, শিক্ষক, স্থানীয় মসজিদ ইমাম এবং

কমিউনিটি মহিলা। এসব বৈঠকের সময় অংশগ্রহণকারীদের তাদের স্থানীয় এলাকার বর্তমান অবস্থা এবং চাহিদা সম্পর্কে জানাতে এবং উপ-প্রকল্পের ডিজাইনের জন্য সুপারিশ প্রদানের জন্য উৎসাহিত হয়।

বৈঠকের প্রধান সুপারিশগুলো হচ্ছে:

কামরঙ্গীরচার : অংশগ্রহণকারীরা পাবলিক সুবিধা, যেমন: ওয়াকওয়ে, পার্ক, খোলা জায়গা, খেলার মাঠের এলাকা, রাস্তার আলো এবং জলাধার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেয়। তারা স্থানীয় এলাকার নদী ও রাস্তায় বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। তারা ডিএসসিসি-র এলাকার সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি চিহ্নিত করে এসব জমির অবৈধ দখলমুক্ত ও উন্নয়ন করে তা আশেপাশের এলাকার জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবি জানায়।

লাল বাগ : অংশগ্রহণকারীরা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নদীর তীর বরাবর উন্নয়ন এবং সবুজ চত্বর চায়। তারা নদীপথে কামরঙ্গীরচরের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগের পরামর্শ দেয়। তারা মেয়েদের জন্য পৃথক খোলা জায়গা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, ইনডোর ক্রীড়া সুবিধা, আইটি প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং সুইমিং পুল সুবিধাসহ বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কমিউনিটি সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়।

খিলগাঁও : অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের টয়লেটের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছে। তারা স্থানীয় এলাকায় আরো খেলার মাঠ দাবি করে। তারা দূষিত পানি পরিষ্কার করে এবং বিদ্যমান দুর্গন্ধের সমস্যা সমাধান করে শাহজাহানপুর ঝিল উন্নয়নেরও দাবি জানায়, যাতে তারা এই এলাকাটি পরিদর্শন ও অবকাশে সময় কাটানোর জন্য উপভোগ করতে পারে।

সুত্রাপুর : এখানে অংশগ্রহনকারীরা মত প্রকাশ করে যে, এই এলাকার জন্য কোনও প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহনের আগে তারা এলাকার সব ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং যুবগোষ্ঠীকে নিয়ে আলোচনার পরামর্শ দিতে চায়। এই এলাকায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে বিবেচনা করে, কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার আগে এইসব ঐতিহ্য স্থান বিবেচনা করা উচিত এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা করা উচিত। কমিউনিটির সদস্যরা তাদের সুইমিং পুল, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে। তারা পথচারীদের ব্যবহারের জন্য উন্নত ওয়াকওয়ে এবং যুবকদের জন্য ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য খেলার মাঠের জন্য তাদের চাহিদার কথা আলোচনা করে।

পরিবেশগত মূল্যায়ন পদ্ধতি

পরিবেশগত মূল্যায়ন পদ্ধতির অংশ হিসাবে পরিচালিত প্রধান কার্যক্রমগুলো হল: (১) যে উপ-প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করা হবে সেটির পরিবেশগত পরীক্ষা এবং বেসলাইনের পরিবেশের বর্ণনা (২) বিকল্প বিশ্লেষণ; (৩) প্রধান উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম সনাক্তকরণ; (৪) বেসলাইন পরিবেশের ওপর প্রধান প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব নির্ধারণ, পূর্বাভাস এবং মূল্যায়ন। ইএমএফ এই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশিকা উপস্থাপন করে।

পরিবেশগত বাছাইকরণ

একবার চূড়ান্ত হলে, ডিসিএনইউপি-র অধীনের পরিবেশগত দিক যাচাইকরণের শর্তে সব উপ-প্রকল্পের অর্থায়ন করা হবে। এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করবে যে পরিবেশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এমন কোনো প্রকল্প কার্যকর করা হবে না। 'পরিবেশগত বাছাইকরণ' এর প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলোর মাত্রা এবং পরিমাণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া। উপ-প্রকল্পের আরও

পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রয়োজন হলে (আইইই/ইআইএ)-র মাধ্যমে পরিবেশগত বাছাইকরণ করতে ব্যবহার করা হবে। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী আইইই/ইআইএ (যদি প্রয়োজন হয়) পরিচালিত হয় এবং এটি বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পরিবেশগত নিয়ম এবং প্রবিধান অনুযায়ী করা হবে। পরিবেশগত বাছাইকরণ প্রক্রিয়া চালানোর জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা দায়ী থাকবে।

পরিবেশগত বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান পদক্ষেপগুলো হচ্ছে : (১) উপ-প্রকল্প এবং এর আশেপাশের এলাকা বাস্তাবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত প্রকৌশলীর মাধ্যমে পরিদর্শন জরিপ; (২) উপ-প্রকল্পের সব প্রধান কার্যক্রম সনাক্তকরণ; এবং (৩) উপ-প্রকল্পের চারপাশের এলাকার পরিবেশগত, ভৌত-রাসায়নিক ও আর্থ-সামাজিক দিকগুলোর ওপর এই কর্মকান্ডের সম্ভাব্য প্রভাবের প্রাথমিক মূল্যায়ন।

পিআইইউ এবং পরামর্শকগণ উপ-প্রকল্পের চারপাশে একটি পরিদর্শন জরিপ পরিচালনা করবে যাতে এলাকার সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন- মানব বসতি, শিক্ষা, ধর্ম, ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং জলাশয় চিহ্নিত করতে পারে। এরপর তারা উপ-প্রকল্পেরর প্রধান প্রধান কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য দায়িত্বরত থাকবেন এবং তারা উপ-প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনা পর্যায়ে সম্ভাব্য সব ধরণের প্রভাব চিহ্নিত করবেন।

প্রধান প্রধান উপপ্রকল্পের কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ

উপ-প্রকল্প এবং প্রধান উপ-প্রকল্পের বিশদ বিবরণ চিহ্নিতকরণের কাজটি নির্মাণ এবং পরিচালনা উভয় পর্যায়েই উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।

এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডিসিএনইউপি'র অধীনে কোনও উপ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।

প্রভাব মূল্যায়ন এবং সম্ভব্য প্রভাব

একবার উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চিহ্নিত করা এবং সুনির্দিষ্ট স্থানের ব্যাপারে সম্মত হলে আইইই/ইআইএ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত স্থানগুলোর পরিবেশগত বেসলাইনের ওপর এই কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনা স্তরে প্রভাব ভিন্ন হবে। উপ-প্রকল্পগুলোর নির্মাণ স্তরে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে: (ক) পরিবেশগত প্রভাব; (খ) ভৌ-রাসায়নিক প্রভাব; এবং (গ) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব। উপরন্তু, ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো ডিসিএনইউপি-র অধীনে কোনো উপ-প্রকল্প কার্যক্রম নির্মাণের পর্যায়ে সুরক্ষিত কিনা তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যেমন, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোতে প্রভাব এবং প্রকৃতিক, সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষা (পি.সি.আর.) প্রক্রিয়াটিও মূল্যায়ন করা হবে।

একবার একটি উপ-প্রকল্পের পরিচালনা পর্যায়ের সময়ে যেসব কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা হবে সেগুলো চিহ্নিত করা হলে পরিবেশের বেসলাইনের উপর এই ক্রিয়াকলাপগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পরিচালনা পর্যায়ের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে: (ক) পরিবেশগত প্রভাব; (খ) ভৌত-রাসায়নিক প্রভাব; এবং (গ) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব।

সামগ্রিকভাবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ডিসিএনইউপি-র অধীনে কিছু উপ প্রকল্প ঢাকা নগরীর বাসিন্দাদের সামগ্রিক জীবন ও অভিজ্ঞতার উপর ইতিবাচক ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উপ-প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের কারণে উপকারী প্রভাবগুলোর প্রভাবের মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে : ট্রাফিকের

উন্নতি, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড জোরদার এবং বর্তমান ব্যবসায়, বিনোদন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এবং উন্নত সামাজিক জীবনের মাধ্যমে আরো রাজস্ব। ।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)-র প্রধান উদ্দেশ্য উপ-প্রকল্প কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত পরিবেশগত প্রভাব রেকর্ড করা এবং এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিকূল প্রভাব কমাতে চিহ্নিত 'প্রশমন ব্যবস্থা' নিশ্চিত করা হয়। উপরন্তু, এর মধ্যে এমন উপদানও থাকবে যাতে উপ-প্রকল্পগুলোর নির্মাণ ও পরিচালনা পর্যায়ে যে কোন অপ্রত্যাশিত বা অদূরদর্শনীয় পরিবেশগত প্রভাব দেখা দিলে তা সমাধান করা যায়। ইএমপি'র প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে :

* প্রশমন ও পরিবর্ধন ব্যবস্থা : ডিসিএনইউপি-র অধীনে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্দেশ করে যে, বেশিরভাগ প্রতিকূল প্রভাবকে মানসম্মত নিরসন প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমিয়ে আনা বা দূর করা যেতে পারে; প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো থেকে কিছু লাভজনক প্রভাব তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। এই উপ-প্রকল্পগুলো এখনো চূড়ান্ত হয়নি তা বিবেচনা করে এই পর্যায়ে শুধুমাত্র সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা সুপারিশ করা যেতে পারে।

* নিরীক্ষণের পরিকল্পনা: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সমস্ত পরিবেশগত প্রভাব রেকর্ড করবে এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি কমাতে এবং প্রকল্প কার্যক্রম থেকে ইতিবাচক প্রভাব বাড়ানোর জন্য চিহ্নিত 'প্রশমন ব্যবস্থা' বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা দরপত্র দলিলের বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন সুনির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের ইএমপি-র নির্দেশিকা মতে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা মনিটরিং এর জন্য দায়ী থাকবে এবং (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ) পরিবেশগত প্রশমন/জোরদার নিশ্চিত করবে।

* অভিযোগ প্রতিকারের প্রক্রিয়া (জিআরএম) : অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া একটি মূল্যবান পন্থা যা ডিসিএনইউপি-র উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে তাদের ওপর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের কারণে তাদের উদ্বেগের বিষয়ে তুলে ধরায় সক্ষম করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো নিশ্চিত করবে যে, এখানে অভিযোগ প্রতিকারে ব্যবস্থা আছে এবং এই অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়টি কার্যকরী ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে তারা বিষয়টি মনিটর করবে।

* ইএমপি-র ব্যয় নির্ধারণ : ইএমপি প্রস্তুতের অংশ হিসেবে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহের সাথে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

* ইএমএম বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা : ডিএসসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত উপ-প্রকল্পের জন্য, সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের নিবেদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) সামগ্রিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, দমন নীতিমালা ও পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নসহ প্রস্তুতির জন্য দায়ী থাকবেএবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি এবং পর্যবেক্ষণ রিপোর্টতৈরি করবে।

পরিবেশগত বিধিমালার অনুশীলন (ইসি ও পি)

ডিসিএনইউপি-র অধীনে বাস্তবায়নকৃত উপপ্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার একটি নির্দেশিকা হিসেবে দি এনভায়রনমেন্টাল কোড অফ প্রাকটিস (ইসিওপি) বা পরিবেশগত বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইসিওপি-র মূল

লক্ষ হচ্ছে - এটি নিশ্চয়তা দেয়া যে, এই প্রকল্পের অধীনে সব নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চারপাশে পরিবেশ বিবেচনায় রাখা হবে। একটি কমিউনিটির কল্যাণ এবং পরিবেশগত প্রয়োজন এভাবে নিশ্চিত করতে হবে :

* দূষণ কমিয়ে আনা

* টেকসই ইকো সিস্টেম

* সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

* সুবন্দোবস্ত বাড়ানো

অনুশীলন কোডের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিবেশের উপর সর্বনিম্নতম প্রভাব বজায় রাখে নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামগ্রিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলন নিশ্চিত করা। ইসি ও পি নির্মাণ স্থানের এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন স্টকপাইলের স্থান, খননকৃত পরিত্যক্ত আবর্জনা পরিষ্কার করণ ইত্যাদির জন্য প্রযোজ্য। ডিসিএনইউপি'র অধীনে উপ-প্রকল্পগুলো বিভিন্ন ধরনের নগর অবকাঠামো, যেমন সেতু, রান্নাঘর, বাজার, ড্রেন, এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করবে। যার সবই ইসি ও পি'র সাথে সম্পর্কিত করা উচিত।

অবাধ তথ্য প্রবাহ

ইএমএফ রিপোর্টের সারসংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে তা স্থানীয়ভাবে বিতরণ করতে হবে। রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ কপি (ইংরেজিতে) এবং সারাংশ (বাংলায়) জনগণের কাছে সহজ লভ্য করা হবে। এছাড়াও মূল্যায়ন সমাপ্তির আগে ইএমএফ-এর খসড়া বাস্তবায়নকারী সংস্থার ওয়েবসাইট এবং ব্যাংক ইনফোশপে আপলোড করা হবে।

উপরন্তু, কমিউনিটি প্রতিনিধি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ইএমএফ খসড়া প্রতিবেদন তুলে ধরতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (প্রকল্পের কার্যকারিতার পরে) একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করার পরিকল্পনা করবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ব্যবস্থা (ইএমআইএস)

ডিসিএনইউপি'র জন্য একটি এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইএমআইএস) স্থাপন করা যেতে পারে। (**An Environmental Management Information System (EMIS) may be established for DCNUP.)** ইএমআইএস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ডিসিএনইউপির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং সেই অনুযায়ী অগ্রগতি ও প্রভাব নিরীক্ষণ করা। এটি ইএমএফ, আইই, এবং এইএ এবং ডিসিএনইউপি' অধীনের সংশ্লিষ্ট সব উপ-প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিবেশগত সূচক সংক্রান্ত তথ্যে জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহস্থল হবে।

টেন্ডার ডকুমেন্টের জন্য বিশেষ পরিবেশগত ধারা (এসইসি)

বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের জন্য 'জেনারেল স্পেসিফিকেশন' এবং 'বিশেষ স্পেসিফিকেশন' এর অধীনে প্রকল্প ছাড়াও, নিম্নলিখিত বিশেষ পরিবেশগত উপাদানের (এসইসি) সাধারণ / বিশেষ স্পেসিফিকেশন টেন্ডার ডকুমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ধারাগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ইএমপি এবং অন্যান্য পরিবেশগত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দায়িত্বরত থাকবে। পরিবেশগত বিধানগুলোর জন্য পয়েন্টগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

* পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)

* অস্থায়ী কার্যক্রম

* স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

* বর্জ্য অপসারণ ও দূষণ

* মাটির কাজ

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণে আবশ্যিক শর্তাবলী

ইএমএফ অনুযায়ী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ এবং প্রাসঙ্গিক উপ-প্রকল্পের নথি তৈরি করার জন্য দায়িত্বরত থাকবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা উপরোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা নিয়োগ এবং অন্যান্য উপ-প্রকল্পের দলিল প্রস্তুত করার জন্য দায়ী থাকবে। ডিএসসিসি পর্যালোচনা করার পর উপ-প্রকল্প বিবরণ, পরিবেশগত বাছাইকরণ এবং বিকল্প বিশ্লেষণের দলিল তৈরি করা হবে।

একটি নিবেদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ডিএসসিসি'র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ডিসিএনইউপি-র বর্তমান সুযোগের অধীনে হবে। অতএব, ডিএসসিসি কারিগরি, পরিচালনাগত, পরিবেশগত এবং সামাজিক নিরাপত্তা, ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জনসচেতনতা এবং যোগাযোগ কার্যক্রমসহ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বরত থাকবে। পিআইইউতে একজ প্রকল্প পরিচালক (পিডি), এবং কারিগরি, ফিডউইসিয়ারি, সুরক্ষা, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের গঠিত হবে। পিআইইউ ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা, প্রকল্প তত্ত্বাবধান, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, এবং অন্যান্য পরামর্শদাতাদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সমর্থন পাবেন।

ডিসিএনইউপি'র পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের দিক থেকে পিআইইউ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) -র সন্তোষজনক বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য পিআইইউ একটি ইঞ্জিনিয়ারিং তত্ত্বাবধান ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা সংস্থা দ্বারা সমর্থিত হবে। **পিআইইউ একটি উপ-প্রকল্পের ইএমপি এবং ইসি ও পি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বরত থাকবে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের কর্মক্ষমতা এবং প্রভাব নিরীক্ষণ করতে একটি পৃথক এমএন্ডই পরামর্শদাতা থাকবে। ডিসিএনইউপি'র সার্বিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য ডিএসসিসি কর্তৃক একটি 'তৃতীয় পক্ষ' নিযুক্ত করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, প্রকল্পটি ডিএসসিসিকে কয়েক বছরব্যাপী ও এন্ড এম পরিকল্পনা প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে।** নতুন সৃষ্ট এবং সংস্কারকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপনার পুরো নিয়ন্ত্রন ডিএসসিসি'র থাকবে নির্মাণকাজ সমাপ্তির মেয়াদ শেষেও এসব সম্পদের নিয়মিত পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা (ও এন্ড এম) করবে।

ডিএসসিসির **দক্ষতা বৃদ্ধির** জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তাদের কর্মকান্ড আরও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য সাহায্য করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মচারি, ঠিকাদার (কর্মচারি) কর্মী এবং সাধারণ প্রকল্প কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রস্তবিত উপ-প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান এবং তথ্য প্রদান করা। নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশগত প্রভাব এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ডিসিএনইউপি-র অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

বাজেট প্রক্কলন

ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে যথাযথ বাজেট রাখতে হবে

ডিসিএনইউপি-র অধীনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য পরামর্শমূলক কার্যক্রমের বাজেট প্রাক্কলন নীচে দেওয়া হল।

সারণি খ: ডিসিএনইউপি-র অধীনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের জন্য বাজেট

কার্যক্রম	**বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থায়ন**
বাস্তবায়ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত মূল্যায়ন (যদি প্রয়োজন হয়) করার জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ সংক্রান্ত বাজেট	ডিপিপি-তে ডিএসএম পরামর্শক
পিআইইউতে পরিবেশ পরামর্শদাতা নিয়োগ	ডিপিপি-তে পৃথক পরামর্শদাতা
প্রশিক্ষণের জন্য আবশ্যিক যোগ্যতা	প্রয়োজনগুলো ডিপিপি প্রশিক্ষণ (স্থানীয়) উপাদান থেকে পূরণ করতে হবে
ইএমপি বাস্তবায়ন (সিভিল কাজ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত না হলে)	সিভিল কর্ম চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তৃতীয় পক্ষের পরামর্শক
ডিওই ছাড়পত্র গ্রহণ ও নবায়ন	ডিপিপি থেকে এটি পূরণ করতে হবে।

ডিপিপি-এর ফি এবং অ্যাপ্লিকেশন খাত

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)-তে প্রকল্পটির সফল পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বাজেটের সাথে উপরের কার্যক্রমগুলো প্রতিফলিত হওয়া উচিত।